তন্তুবায় ভাইবোনেদের আরও বেশি উপার্জনের লক্ষ্যে কিছু কথা

ড. সঞ্জয় পন্ডা, আই.এ.এস.

দীর্ঘমেয়াদে হস্ততাঁতশিল্প বিকাশের লক্ষ্যে

হস্ততাঁতশিল্পের বিকাশ পূজার মতো, যে পূজায় উপভোক্তা হলো ভগবান আর বাজার হলো স্বর্গ। এই পূজার মূল নীতি হলো বাজারের চাহিদা অনুযায়ী কাপড় তৈরি করা। আর পূজার মূল মন্ত্র হলো ক্রেতার পছন্দ অনুযায়ী নতুন নতুন রঙ ও নক্শার নিখুঁত কাপড় তৈরি করা। তন্তুবায় প্রাথমিক সমবায় সমিতি হলো এই পূজার মন্দির আর তন্তুবায়েরা হলেন পূজারী।

আশা করা যায় ভবিষ্যতে এই পূজারূপ হস্ততাঁত বস্ত্রের বয়ন আমাদের দেশের আর্থিক ও সামাজিক বিকাশে সরকার ও ক্রেতাদের সহায়তায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

জানুয়ারি ১৯৯৪তে লেখা ওড়িশা সরকারের বস্ত্রবিভাগের তদানীন্তন নির্দেশক শ্রী সঞ্জয় কুমার পন্ডার ওড়িশি ভাষায় লেখা "হস্তবয়নশিল্পী ভাইবোনেদের উদ্দেশ্যে একটি কথা" শীর্ষক বই থেকে উদ্ধৃত।

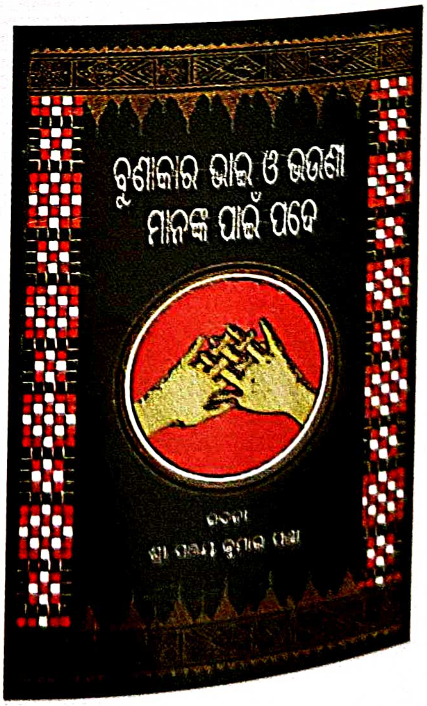

তন্তুবায় ভাইবোনেদের
আরও বেশি উপার্জনের লক্ষ্যে কিছু কথা

খাদ্যের পর বস্ত্রই মানুষের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বস্তু। বিগত কয়েক দশক ধরে মানুষের পোশাক পরিচ্ছদের ধরন পাল্টেছে। প্রথম দিকে উদ্ভিজ্জ ও পশুজাত তন্তু থেকে প্রস্তুত কাপড় এই চাহিদা পূরণ করত। শিল্প-বিপ্লব এবং তার পরে কারিগরি-ক্ষেত্রের উন্নয়ন এবং সেইসঙ্গে পরিধেয়ের প্রকৃতি বিবর্তনের ফলে কাপড়ের ধরন ও বৈচিত্র্য উল্লেখযোগ্যভাবে বদলেছে। এতসব সত্ত্বেও ভারতের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে হাতে-বোনা কাপড় মিশে গিয়েছে। রংয়ের অনন্যতার সঙ্গে বয়ন নকশার অপূর্ব মেলবন্ধনের ফলে হাতে-বোনা কাপড় এদেশে এবং বিদেশে সমাদৃত হয়েছে। ঘটনা হলো যখন ইংরেজরা এদেশে প্রথম আসে, হাতে-বোনা কাপড়ের বিচিত্র সম্ভার তাদের চক্ষুশূল হয়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এদেশের হস্ততাঁতশিল্পকে ধ্বংস করতে উদ্যত হয় যাতে তাদের দেশে কলে তৈরি কাপড় এদেশের বাজারে ঢুকতে পারে।

যন্ত্রতাঁত চালু হবার পরে হস্ততাঁতের কাপড় তীব্র প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়। কলে-তৈরি কাপড়ের দাম হাতে-তৈরি কাপড়ের চেয়ে সস্তা হওয়ায় সাধারণ মানুষ কলে-তৈরি কাপড়ের দিকে ঝুঁকে পড়েন। স্বাধীনতার পর তন্তুবায়দের সহায়তার উদ্দেশ্যে বেশ কয়েকটি

ভারত সরকারের বস্ত্র মন্ত্রকের সচিব ড. সঞ্জয় কুমার পন্ডা রচিত (১০ই মে ২০১৫)। মতামত ব্যক্তিগত।
ই-মেল - sanjaypandaias@gmail.com

পরিকল্পনা ও প্রকল্প রূপায়িত হয়েছে। কয়েক ধরনের কাপড় হাতে-বোনার জন্য আলাদাভাবে নির্দিষ্টও করা হয়েছে। কলে-বোনা কাপড় বাজারের চাহিদার সিংহ-ভাগ দখল করেছে কম দামের কারণে। কিন্তু কারিগরি ক্ষেত্রে উন্নয়ন এবং সেই সঙ্গে যন্ত্র চালিত তাঁতের সংখ্যাধিক্য সত্ত্বেও হাতে-বোনা কাপড়ের আলাদা চাহিদা আজও অটুট আছে।

স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী জোর দিয়েছিলেন হাতে সুতোকাটা, হাতে কাপড় বোনা এবং ভারতে প্রস্তুত খাদির ওপর। বস্তুত এসবই আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে স্বদেশী আন্দোলনের অঙ্গীভূত হয়ে যায়। একুশ শতকে পরিস্থিতি বদলায়। বস্ত্র শিল্পের জগতে ভারতীয় বস্ত্র উল্লেখযোগ্য জায়গা করে নেয়। সারা পৃথিবীর দৃষ্টি এখন এদেশের বয়নের কারুতা এবং পরিধেয় বস্ত্রের বৈচিত্র্যের দিকে। তাঁতশিল্পকে তাই বাস্তব পরিস্থিতি বিচারে করে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে সংহত করার সময় এসেছে। হাতে-বোনা ও কলে-বোনা বস্ত্রশিল্পের সহাবস্থান মেনে নিয়েই এই কাজ করতে হবে। আসলে ক্রেতাই ঠিক করেন কোন ধরণের কাপড় তিনি কিনবেন। ক্রেতা সিদ্ধান্ত নেন কাপড়ের গুণমান ও দাম বিচার করে। তন্তুবায়দের এ-ব্যাপারটা মাথায় রাখতে হবে যাতে তাঁরা বাস্তব পরিস্থিতির সামাল দিতে পারেন।

হস্ততাঁতশিল্প অল্পপুঁজি বিনিয়োগ করে শুধু লাখ লাখ গ্রামীণ লোকের কর্মসংস্থানই করে না, ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে ধরেও রাখে এবং দেশে-বিদেশে ক্রেতাদের চাহিদা পূরণ করে। এছাড়া এ-শিল্পে

বিদ্যুতের প্রয়োজন কম হওয়ায় এবং সেইসঙ্গে অন্য বিরল কোনো বস্তুলব্ধ জিনিসের প্রয়োজন এতে না থাকায় কার্বনের উদ্‌গিরণও তুলনায় অনেক কম হয়। পরিবেশ সংরক্ষণেও তাই হস্ততাঁতশিল্পের ভূমিকা আছে। গ্রামের মানুষের উপার্জনের জন্য শহর অঞ্চলে যাবারও প্রয়োজন পড়ে না। সামাজিক দিক থেকে বিচার করলে এর ফলে গ্রামের মহিলাদেরও আর্থিক সামর্থ্য বাড়ে। অনুসূচিত শ্রেণি ও জাতি, পিছিয়ে-পড়া জনগোষ্ঠী এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ও এর ফলে আর্থিক সামর্থ্য অর্জন করতে পারেন। এ-বিকাশ সর্বজনীন এবং সেই সঙ্গে পোষণক্ষমও।

বৈচিত্র্যই হস্ততাঁতের শক্তি, যার পেছনে আছে নকশার দ্রুত ও সহজে বদলাবার সুবিধা। সুতোর রঙ এবং/অথবা বয়নের হেরফের ক'রে কাপড়ের বিচিত্র সম্ভার এর দ্বারা তৈরি হ'তে পারে। কলে-তৈরি কাপড়ে এমন বৈচিত্র্য আনা যায় না - মিটারের পর মিটার একই নকশার পুনরাবৃত্তি একঘেয়েমি আনে। এইজন্য বিশেষ ক্রেতা গোষ্ঠীর কাছে দেশে-বিদেশে হস্ততাঁতে তৈরি কাপড়ের এত কদর। একজন মহিলা যখন হাতে-বোনা বেনারসি, জামদানি, কাঞ্চীভরম বা ওড়িশি ইকট্‌ শাড়ি পরেন, তখন তা সর্বত্র সকলের নজর কাড়ে। কারণ এসব শাড়ির অপূর্বতা ও স্বাতন্ত্র্য। এর ফলে ঐ মহিলা যেন নিজের অভিজ্ঞান ও মর্যাদা খুঁজে পান, ভারতীয় নারী হিসাবে গর্ববোধ করেন। অনেক ভিড়ের মাঝেও তাঁকে আলাদাভাবে চেনা যায়। তাই সবচেয়ে বুদ্ধিমত্তার কাজ হবে চাহিদা-অনুযায়ী উচ্চমানের নিখুঁত ও বেশি

দামের মনোহারী নকশার কাপড় তৈরি করা যাতে প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশে হস্ততাঁত কাপড়ের নিজের আলাদা জায়গা অক্ষুন্ন থাকে। যাঁদের আর্থিক সামর্থ্য আছে, তাঁরা ভাল কাপড় বেশি দাম দিয়ে কিনতে দ্বিধা করেন না। অপেক্ষাকৃত কম দামের কাপড়ের দেশের ও স্থানীয় বাজারে চাহিদা থাকবে। যখনই এই কম দামের কাপড় বাজারে আসে, তখনই তা' প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয় - প্রতিযোগিতা কলে-তৈরি কাপড়ের গুণমান ও মূল্যের সঙ্গে। হাতে বোনা সাধারণ কাপড়ের কলে তৈরি কাপড়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে এঁটে ওঠা কঠিন কারণ সাধারণ ক্রেতা এই দু'ধরণের কাপড়ের গুণগত পার্থক্য বুঝতে পারেন না।

একথা মাথায় রেখে ভালোমানের কাপড় তৈরি করতে হবে - এমন কাপড় যাতে খুঁত থাকবে না, যাতে থাকবে স্থানীয় ঐতিহ্যবাহী কারুকর্মের প্রতিফলন। এ-কাপড় বিশেষ ক্রেতাগোষ্ঠীর এবং আর্থিক সামর্থ্যসম্পন্ন ক্রেতাদের জন্য। হস্ততাঁতশিল্পকে এরই ওপর ভিত্তি করে উঠে দাঁড়াতে হবে।

কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলি হস্ততাঁতশিল্পে তৈরি কাপড়ের বাণিজ্যিক প্রসারে অনেক ব্যবস্থা নিয়েছে ও নিচ্ছে। যাতে তন্তুবায় সম্প্রদায়ের উপার্জন বাড়ে, উন্নত হয় তাদের জীবনযাত্রার মান। বাণিজ্যিক প্রসার ব্যবস্থার দুটি ভাগ। একটি বিধিবদ্ধ, অন্যটি প্রসারমূলক। বিধিবদ্ধ ব্যবস্থায় কিছু বিশেষ ধরণের কাপড় যা কেবল হস্ততাঁতশিল্পে তৈরি করা যাবে যাতে তার বিক্রয় নিশ্চিত হয়। সেই সঙ্গে যেসব কারখানা

সুতো তৈরি করে তাদের বাধ্যতামূলকভাবে উৎপাদিত সুতোর একটি অংশ ফেটিতে তৈরি করে হস্ততাঁতগুলিকে সরবরাহ করতে বলা হয়। আর প্রসারমূলক ব্যবস্থার দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রকের ডেভেলপ্‌মেন্ট কমিশনার (হ্যান্ডলুম)-এর দপ্তরের ওপর। রাজ্যসরকারগুলিরও এব্যাপারে দায়িত্ব আছে।

প্রচলিত সরকারি নীতি ও কার্যক্রমের পুনর্মূল্যায়নের প্রয়োজন আছে যাতে বাঞ্ছিত লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হয়। হাতে-বোনা কিছু ধরণের কাপড়ের ওপর যে সংরক্ষণ-ব্যবস্থা চালু আছে, তাকে আরও শক্তিশালী করা দরকার। এর জন্য সামগ্রিকভাবে বস্ত্রশিল্প কিভাবে সুব্যবস্থিত করা যায়, কি করেই বা তন্তুবায়দের স্বার্থ সুরক্ষিত করা যায়, তা ভাবা দরকার। সুতো তৈরির কারখানা থেকে সুতোর ফেটির একটা অংশ হস্ততাঁতগুলির জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থার বিষয়টিও ভাবার। লক্ষ্য হওয়া উচিত যাতে সঠিক গুণমানের কাঁচা মাল পর্যাপ্ত পরিমাণে, সঠিক দামে সময়মতো সমস্ত তন্তুবায়দের কাছে পৌঁছয়। দেখতে হবে ওই ব্যবস্থার যেন অপব্যবহার না হয়।

ডেভলপ্‌মেন্ট কমিশনার (হ্যান্ডলুম) সারা দেশে ২৮টি তন্তুবায় সেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে তন্তুবায়দের কারিগরি পরামর্শ দিয়ে থাকেন। বিশেষ করে রঙ্‌ করার প্রক্রিয়া, নকশা তৈরি ও নতুন ধরণের কাপড় বোনার ক্ষেত্রে এই কারিগরি সহায়তা দেওয়া হয়। এছাড়া বারাণসী, গুয়াহাটি, যোধপুর, সালেম, বরগড় ও শান্তিপুরে অবস্থিত ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ হ্যান্ডলুম টেকনোলজিতে এব্যাপারে ডিপ্লোমা পাঠক্রম চালু আছে

যাতে অনেক যোগ্য প্রশিক্ষক তৈরি হতে পারে। এই পাঠক্রমটি পরিমার্জনের জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এই পাঠক্রমে ফ্যাশন, তথ্যপ্রযুক্তি, ব্যবসা-ব্যবস্থাপনা, হিসাববিদ্যার মতো বিষয় অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব আছে।

হস্ততাঁতশিল্পের বিকাশের জন্য যে নীতি নেওয়া হয়েছে তার প্রথম ব্যবস্থা হল সব একক তন্তুবায়কে প্রাথমিক তন্তুবায় সমবায় সমিতির আওতায় আনা এবং তাদের উৎপাদনে ও বিক্রয়ের ব্যাপারে বাজারের চাহিদা অনুসারে সাহায্য দেওয়া।

প্রাথমিক তন্তুবায় সমবায় সমিতিগুলি রাজ্যের শীর্ষ বয়ন সমবায় সমিতির কাছে দায়বদ্ধ। এছাড়া কয়েকটি রাজ্যে হ্যান্ডলুম ডেভেলপ্‌মেন্ট কর্পোরেশন স্থাপন করা হয়েছে সমবায় সমিতিগুলির বাইরে থাকা তন্তুবায়দের সাহায্যের উদ্দেশ্যে। হাতে বোনা কাপড়ের বিপণন বেসরকারি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলিও করে থাকে। স্বাধীনতার পরে রাজ্যস্তরের শীর্ষ বয়ন সমবায় সমিতি ও হ্যান্ডলুম ডেভেলপ্‌মেন্ট কর্পোরেশন হাতে তৈরি কাপড়ের প্রসারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এইসব প্রতিষ্ঠানগুলির প্রশাসনিক ব্যয়ভার বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর ফলে তন্তুবায় সম্প্রদায়কে সাহায্য করার বিষয়টি এই সব সংস্থার কাছে বাধা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। অন্য দিকে তথ্যপ্রযুক্তির উন্নতি ও ইন্টারনেট ব্যবহারের কারণে যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিপুল পরিবর্তন এসেছে। ভৌগোলিক দূরত্ব এখন আর কোনো বাধা নয়। তথ্যপ্রযুক্তি-ভিত্তিক 'প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা' ব্যবস্থা যা

আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদি সম্প্রতি প্রবর্তন করেছেন গ্রামের দরিদ্র মানুষদের আর্থিক দিক থেকে অনেক সামর্থ্য জোগাবে। তন্তুবায়দের উচিত এগিয়ে এসে এইসব আর্থিক ব্যবস্থার সুযোগ নেওয়া যাতে সংস্থাগতভাবে ঋণ পাওয়ার সুবিধা হয় এবং সেই সঙ্গে কাপড়ের বিক্রিও সম্ভব হয়।

প্রতিটি তন্তুবায় যাঁর তাঁত আছে, একটি বাণিজ্যিক উৎপাদন কেন্দ্রের প্রতিনিধিত্ব করছেন ব'লে ধরে নেওয়া যায়। এই রকম ১০০ বা তারও বেশি তন্তুবায়কে এক জায়গায় এনে বাজারের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিতে হবে যাতে চাহিদা-অনুযায়ী প্রত্যাশিত গুণমানের কাপড় নিরবচ্ছিন্ন ভাবে তৈরি করা যায়। হস্ততাঁতশিল্পকে বাজার-মুখী করতে হবে, তৈরি করতে হবে কেতা-দুরস্ত উচ্চমানের ভাল দাম পাওয়া যায় এমন কাপড়। এর অন্য প্রয়োজন প্রতিটি ব্লকে, যেখানে হাতে-বোনা তাঁতের প্রচলন আছে, অন্তত একটি ক্লাস্টার বা গোষ্ঠী তৈরি করা। যেখানে তন্তুবায়ের সংখ্যা বেশি এবং ব্যবসা বাড়ানোর সুযোগ আছে সেখানে একাধিক ক্লাস্টারও তৈরি হতে পারে। দেখতে হবে যাতে তন্তুবায়েরা তাঁদের পারিশ্রমিক-জনিত ব্যয় নির্বাহ করতে পারেন।

একথা মাথায় রেখে বস্ত্রমন্ত্রক রাজ্য সরকারগুলির সঙ্গে পরামর্শ করে ব্লক স্তরে 'সুগম কেন্দ্র' বা 'কমন ফেসিলিটি সেন্টার' স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। উদ্দেশ্য, ব্লকের হস্ততাঁতের ওপর নির্ভরশীল তন্তুবায়দের সাহায্য করা। প্রতিটি সুগমকেন্দ্রে থাকবে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো,

যেমন গুদাম যেখানে কাঁচামাল ও তৈরি কাপড় রাখা যাবে, অফিসের জায়গা থাকবে, থাকবে কম্পিউটার ও ইন্টারনেট যোগাযোগের সুযোগ। এতে 'প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা' প্রকল্পের সুবিধাও তাঁরা পাবেন এবং সেই সঙ্গে ইন্টারনেট-ভিত্তিক ব্যবসা সম্প্রসারণের সুযোগও। শহরের ক্রেতাদের জন্য বিশ্রাম কক্ষও এতে থাকবে যাতে দূরাগত ক্রেতারা প্রয়োজন হ'লে সেখানে দু'একদিনের জন্য থেকেও যেতে পারেন। নকশা তৈরি, রঙ্ করা, বোনা এবং আনুষঙ্গিক যন্ত্রাদি, জল সরবরাহ ও বর্জ্য নিষ্কাশনের ব্যবস্থা এবং প্রক্রিয়াকরণের সুবিধা প্রতিটি সুগম কেন্দ্রে থাকবে। বর্তমানে যেসব লাভে-চলা প্রাথমিক তন্তুবায় সমবায় সমিতি আছে সেগুলির পরিকাঠামোর উন্নতি করে এ-কাজে লাগানো হবে। যেখানে এ সুবিধা নেই, সেখানে জমি নিতে হবে গ্রাম পঞ্চায়েত বা রাজ্য সরকারের কাছ থেকে অথবা কোনো স্বেচ্ছা-দাতার কাছ থেকে। সেই জমিতে গড়ে তোলা হবে পরিকাঠামো। এসব ক্ষেত্রে সুগম কেন্দ্র পরিচালিত হবে রেজিস্ট্রীকৃত স্বয়ম্ভর সংস্থার দ্বারা অথবা হস্ততাঁতশিল্পীদের কোনো সংগঠনের মাধ্যমে। প্রতিটি সুগম কেন্দ্রে থাকবে অন্তত একজন ডিপ্লোমা-ধারী হস্ততাঁত প্রযুক্তিবিদ্ এবং একজন স্থানীয় প্রাক্তন সেনাকর্মী যিনি প্রশাসনিক কাজে সাহায্য করতে পারবেন। যেখানে ভারত সরকারের তন্তুবায় সেবা কেন্দ্র আছে সেখান থেকে অথবা রাজ্য সরকারের তরফ থেকে কারিগরি-সংক্রান্ত বিষয় দেখার জন্য আধিকারিক সুগমকেন্দ্রগুলিকে সাহায্য করবেন।

ঐতিহ্যগতভাবে অনেক দক্ষ তাঁতশিল্পী বা মহাজন হাতে-বোনা

কাপড়ের ব্যবসা করছেন এবং বিপণনে সাহায্য দিচ্ছেন। এমন খবরও কানে আসছে যে এই সব দক্ষ তাঁতশিল্পীদের বা মহাজনদের কেউ কেউ তন্তুবায়দের নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করছেন এবং লভ্যাংশের বেশিরভাগ হস্তগত করছেন। ফলে লাভের খুব অল্পটাই উৎপাদক তন্তুবায়দের হাতে আসছে। এর প্রতিকার করতে হলে প্রতিটি তাঁতশিল্পীকে এগিয়ে এসে সরকারের কাছে আবেদন জানাতে হবে যাতে তাঁরা নিজেদের বাড়িতে তাঁত বসানোর জন্য সরকারি সাহায্য পেতে পারেন। এতে তাঁতিদের উৎপাদনের স্বাধীনতা থাকবে, থাকবে বিক্রয়ের স্বাধীনতাও - তা কোনো প্রাথমিক সমিতির মাধ্যমে হোক বা কোনো উদ্যোগপতির সাহায্যে।

হাতে তাঁত বোনা, বাড়ি বসে কাজ করার মতো ব্যাপার। এর মাধ্যমে মহিলাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ার প্রচুর সম্ভাবনা আছে। তাঁরা অন্য গৃহকর্মের সঙ্গে তাঁত বোনার কাজটাও করতে পারেন। সাথে সাথে শিশু ও বয়স্ক মানুষদের দেখাশোনাও করতে পারেন। বাণিজ্যিক ভাবে কাপড় উৎপাদনের জন্য তাঁরা প্রশিক্ষণ ও তাঁত বসানোর জন্য সরকারি সাহায্য পেতে পারেন। এর দ্বারা মহিলাদের সামর্থ্য বাড়বে এবং সেই সঙ্গে তাঁরা বাড়াতে পারবেন পরিবারের উপার্জনও।

তাঁত বসানোর জন্য নতুন ঘর তৈরি, তাঁত কেনা ও বসানোর খরচ তাঁতশিল্পীরা চালু সরকারি যোজনা থেকেই পাবেন। তাঁরা তাঁদের চালু তাঁতগুলিকে আরও উন্নত করতে পারেন অথবা চাহিদা অনুযায়ী তাঁরা নতুন তাঁত বসাতে পারেন। ওঁদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে এইসব

আর্থিক সহায়তা সরাসরি পাঠিয়ে দেওয়া সম্ভব। ওঁরা পছন্দ মতো তন্তুবায় সেবা কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের কারিগরি সহায়তা নিয়ে বয়ন-সংক্রান্ত জিনিষপত্র কিনতে পারেন। স্বাস্থ্যসংক্রান্ত সুবিধার ব্যাপারে ওঁরা কল্যাণমূলক কার্যক্রমের সহায়তা নিতে পারেন। এই কার্যক্রম পরিমার্জিত করা হচ্ছে রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বিমার আদলে। এ বিষয়টি দেখছেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক। এই ব্যাপারে ঐ মন্ত্রককে ইতিমধ্যেই ভার দেওয়া হয়েছে। এছাড়া মৃত্যু ও পঙ্গুত্বের ক্ষেত্রেও বিমার সুবিধা পাবেন প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বিমা যোজনা এবং প্রধানমন্ত্রী জীবনজ্যোতি বিমা যোজনা ক্ষেত্রে। এই দুটি যোজনা চালু হয়েছে ৯ই মে ২০১৫ তারিখে।

তন্তুবায় ভাই বোনেদের আরেকটা বড় প্রয়োজন ঋণ পাওয়ার সুবিধা থাকা। সমবায় ব্যাঙ্ক ও প্রাথমিক সমবায় সমিতিগুলির মাধ্যমে ঋণ দেওয়া হয়ে থাকে।

কেন্দ্রীয় সরকার নাবার্ড ও রাজ্য সরকার গুলির সাহায্যে তন্তুবায় সমবায় সমিতিগুলির উজ্জীবনে যুক্তিসঙ্গত পুঁজির ব্যবস্থা করে দিয়েছে। এ-ব্যাপারে সাফল্যের অভিজ্ঞতা রাজ্যভেদে এক এক রকম। সমবায় সমিতিগুলির আওতার বাইরে যেসব তন্তুবায় আছেন, তাঁদের জন্য 'ক্রেডিট কার্ড' দেওয়া হচ্ছে যাতে তাঁরা বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ পেতে পারেন। 'মার্জিন মানি' ছাড়া ঋণ পাওয়ার জন্যও সরকার সাহায্য করছে। প্রধানমন্ত্রীর জনধন যোজনায় ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুললেও সরাসরি ঋণ পাওয়া যাবে ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার মাধ্যমে। ঋণ

পরিশোধের ব্যাপারে তন্তুবায়দের সমস্যা হবার কথা নয় যদি তাঁরা চাহিদা অনুযায়ী ভাল কাপড় তৈরি করতে পারেন এবং তাড়াতাড়ি তা বেচতে পারেন। এর ফলে ঋণের সুবিধা নিরবচ্ছিন্ন ভাবে দীর্ঘ মেয়াদে পাওয়া যেতে পারে।

হস্ততাঁতশিল্পের উন্নয়নের জন্য চাই সঠিক তথ্য। সন ২০১০-এ এই শিল্পের তৃতীয় সুমারি হয়েছিল, তাতে সম্পূর্ণ তথ্য পাওয়া যায় নি। এটাকে ঠিক করতে হবে যাতে (ক) তন্তুবায়দের যাবতীয় ব্যক্তিগত তথ্য, পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের নাম, আধার কার্ডের নম্বর, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বর ইত্যাদি পাওয়া যায়। (খ) তাঁদের আর্থিক অবস্থা সংক্রান্ত তথ্য - তাঁরা দারিদ্র সীমার ওপরে বা নিচে (গ) কি কি ধরণের কাপড় তাঁরা উৎপাদন করছেন বা করতে সক্ষম তার তালিকা। এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। সব তথ্য কম্পিউটারে অন্তর্ভুক্ত করে ওয়েবসাইটে দেওয়া থাকবে।

এইসব তথ্য থাকলে যারা বেশি পরিমাণে নানা ধরনের কেতা দুরস্ত কাপড় কেনে, রপ্তানি করে, পাইকারি ও খুচরো ব্যবসাদার - তাদের সকলের কাজে লাগবে। এর ফলে ক্রেতা সরাসরি উৎপাদকদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবে। বিপণন ও উৎপাদন দুটিই এর ফলে সহজ হবে। এই সব প্রযুক্তিগত সুবিধার সদ্ব্যবহার করতে তন্তুবায় ভাই বোনেদেরই এগিয়ে আসতে হবে।

বিগত কয়েক দশকে তন্তুবায় পরিবারগুলিতে শিক্ষার মাত্রা অনেকটাই

বেড়েছে। এইসব তন্তুবায় পরিবারের অনেকেই স্নাতক বা স্নাতকোত্তীর্ণ। এইসব শিক্ষিত যুবকেরা হাতে-তৈরি কাপড়ের উৎপাদন ও বিপণন করতে পারে একজন উদ্যোগপতি হিসেবে। যেহেতু তন্তুবায় সম্প্রদায়ের অধিকাংশ মানুষ তপশিলি, অনগ্রসর বা সংখ্যালঘু শ্রেণিভূক্ত, এঁদের পরিবারের যুবক-যুবতীরা বিশেষ সুবিধায় রাষ্ট্রীয় অনগ্রসর/তপশিলি/সংখ্যালঘু আর্থিক বিকাশ নিগমের কাছ থেকে পুঁজির টাকা জোগাড় করে নতুন শিল্প স্থাপন করতে পারেন। আর্থিক বিকাশ নিগম, সামাজিক ন্যায় মন্ত্রক এবং সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রকের অধীন। এই নিগম থেকে ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত সহজ শর্তে রাজ্যস্তরে সংশ্লিষ্ট নির্দেশক সংস্থার মাধ্যমে ঋণ পাওয়া যায়। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিও ঋণ দিয়ে থাকে।

হস্ততাঁতে উচ্চ গুণমানের কাপড় তৈরি করতে উচ্চমানের কাঁচামাল দরকার পড়ে যেমন রেশম/তুলোর সুতো, রঙ, রসায়ন, তাঁত ও আনুষঙ্গিক যন্ত্র ইত্যাদি। সুতোর ফেটির একটি অংশ বাধ্যতামূলক ভাবে হস্ততাঁতশিল্পে দেওয়ার বিধি আছে। কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থা ন্যাশনাল হ্যান্ডলুম ডেভেলপ্‌মেন্ট কর্পোরেশন - লক্ষ্ণৌ যেটির সদর দপ্তর - এই কারণেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যাতে সেখান থেকে উচ্চমানের সুতো, রঙ, রসায়ন দ্রব্যাদি সঠিক দামে সময়মত তন্তুবায়দের কাছে পৌঁছয়। 'মিল গেট প্রাইস স্কীম'-এর সঙ্গে এই ব্যবস্থাটার সামঞ্জস্য করা হয়েছে। হ্যান্ডলুম ডেভেলপ্‌মেন্ট কর্পোরেশন বিভিন্ন রাজ্যে তার শাখা সমূহের মাধ্যমে এইসব সুবিধা দেয়। রাজ্য সরকারগুলিকে বলা

হয়েছে উৎপাদনের পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে। কাঁচামালের চাহিদার সম্ভাব্য পরিমাণ (প্রতি তিনমাসের) নির্ধারণ করবে রাজ্যসরকারগুলি এবং তা পাঠিয়ে দেবে হ্যান্ডলুম ডেভেলপ্‌মেন্ট কর্পোরেশনকে। কর্পোরেশন নিশ্চিত করবে উচিত মূল্যে সময়মতো প্রয়োজনীয় পরিমাণ সুতো ও রাসায়নিক দ্রব্য সরবরাহ।

যাতে নতুন ধরণের রঙ করার, বোনার, নক্সা তৈরির মান উন্নততর হয়, তার জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন আছে, নইলে বাজার বাড়বে না। তন্তুবায় সেবা কেন্দ্রগুলি রাজ্য সরকারের দপ্তরের পাশাপাশি তাদের প্রযুক্তিবিদ ও কর্মচারীদের মাধ্যমে তন্তুবায়দের সাহায্য দিয়ে থাকে। এই কেন্দ্রগুলি ও সুগম কেন্দ্রগুলিতে হ্যান্ডলুম ডেভেলপ্‌মেন্ট কর্পোরেশনকে বিকেন্দ্রিত প্রশিক্ষণ দিতে বলা হয়েছে।

হস্ততাঁতশিল্পীদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য প্রতি বৎসর জাতীয় পুরস্কার ও সন্ত্ কবীর পুরস্কার দেওয়া হয়। এই পুরস্কার অসাধারণ শিল্প-নৈপুণ্য এবং উন্নততর উদ্ভাবনার ক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতিতে দেওয়া হয়। এ-পুরস্কারের ফলে গুণী তাঁত শিল্পীরা উৎসাহিত হয়ে থাকেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে হস্ততাঁতশিল্পকে ফ্যাশন প্রযুক্তিবিদ্যার ছাত্র ও শিক্ষকদের সংযুক্ত করার চেষ্টা চলছে। ন্যাশনাল ফ্যাশন টেকনোলজির ১৫টি শিক্ষাঙ্গন বা ক্যাম্পাস আছে। এইসব ক্যাম্পাসের মাধ্যমে ফ্যাশন শিল্পের চাহিদা অনুযায়ী নতুন নতুন নকশা তৈরির কাজে তন্তুবায়দেরকে সাহায্য করার জন্য বলা হয়েছে। এ সংক্রান্ত একটা কর্মশালা গত ২২শে জানুয়ারি ভুবনেশ্বরে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এর ফলস্বরূপ শুধু তন্তুবায়েরা নয়, ফ্যাশন শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ছাত্র-শিক্ষক-সদস্যরা খুবই উৎসাহিত বোধ করছেন। হস্ততাঁত শিল্প ও হস্ত কারু শিল্পের সঙ্গে পর্যটনকেও যুক্ত করার চেষ্টা শুরু হয়েছে। এতে করে হাতে-বোনা কাপড়ের বিপণনে সুবিধা হবে।

হাতে-বোনা কাপড়ের উজ্জীবনের জন্য সবচেয়ে জরুরি বিপণন অর্থাৎ বিক্রি। হাতে-বোনা কাপড়ের সঙ্গে কলে-বোনা কাপড়ের প্রতিযোগিতা আছে। হাতে-বোনা কাপড়ের শিল্পকে তার নিজের জোরেই এগোতে হবে। হাতে-বোনা কাপড়ের জোর হল তার নকশার অনন্য বৈচিত্র, নানা রঙের নজর-কাড়া সমন্বয় এবং গুণমান। এ কারণেই হাতে বোনা কাপড়ের নিজস্ব বাজার আছে। একথা মাথায় রেখে হস্ততাঁতশিল্পকে গতিশীল উৎপাদন পরিকল্পনা নিতে হবে যা পরিবর্তমান চাহিদার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে। প্রতিটি তন্তুবায়ই আদতে শিল্পী ও নক্‌শাকার হলেও বিক্রির ব্যাপারে তেমন সহায়তা তাঁরা পান না। হাতের তাঁতের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যকে কাজে লাগানো গেলে হাতে তৈরি কাপড়ের উৎপাদন ও বিক্রি দুইই অনেক বেড়ে যাবে।

এখানে উল্লেখ্য বেশ কয়েকটি বেসরকারি সংস্থা যেমন গুডআর্থ, বিবা (BIBA), তুলসী, সাউথ হ্যান্ডলুমস্, সুন্দরী সিল্কস্, অঙ্গাদি সিল্কস্ সম্প্রতি এথ্‌নিক বা ভিন্ন জাতির বৈশিষ্ট্যবাহী বস্ত্রাদি নিয়ে কাজ করছে। এদের সাফল্য প্রমাণ করছে উচ্চবিত্ত ক্রেতার কাছে কাপড়ের স্বকীয়তার দাম আছে। এই সব সংস্থাকে বলা হয়েছে যাতে তারা চাহিদা অনুযায়ী উন্নততর নকশা তৈরির ব্যাপারে উৎসাহিত হয় এবং

সেই সঙ্গে তারা যেন নকশা তৈরির ব্যাপারে তন্তুবায়দেরও সাহায্য করে। বিক্রির জন্য অন্য সংস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়ে কাজ করার ব্যাপারেও এটা কাজে লাগবে।

সম্প্রতি কাপড় বিক্রির জন্য ই-কমার্স ব্যবস্থা চালু হয়েছে। এব্যাপারে 'ফ্লিপ কার্ট' সংস্থার সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে, যাতে এই সংস্থার মাধ্যমে হাতে-বোনা কাপড় সরাসরি ক্রেতাদের কাছে পৌঁছায়। এই প্রচেষ্টাকে আরও জোরদার করা দরকার। এর ফলে মধ্যস্বত্বভোগীদের দাপট কমবে এবং উৎপাদকরা বেশি মজুরি পাবেন। এছাড়া বাজার-সংক্রান্ত তথ্য সহজে সময়মতো তাঁদের হাতে আসবে।

ক্রেতাদের আস্থা অর্জনের লক্ষ্যে উপযুক্ত গুণমানসম্পন্ন হাতে-বোনা কাপড়ে 'ইন্ডিয়া হ্যান্ডলুম' নামে একটা উৎকর্ষ-নির্দেশক চিহ্ন প্রবর্তন করার প্রচেষ্টা শুরু করা হয়েছে। এই চিহ্ন থাকলে বোঝা যাবে যে কাপড়টি নির্ভেজাল, উপযুক্ত মানের এবং যথোচিত মূল্যের। উৎপন্ন কাপড়কে হতে হবে খুঁতহীন এবং সেই সঙ্গে পরিবেশ-অনুকূলও। পরিবেশের ওপর কোনো প্রতিকূল প্রভাব যাতে না পড়ে তার জন্য ক্ষতিকারক ক্যান্সার-জনক রঙ্ ও রাসায়নিক নিষিদ্ধ করতে হবে। সাধারণ মানুষ এইসব সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন। নির্দেশিকা তৈরি করার জন্য সাধারণের অভিমত অবশ্যই বিবেচনা করা হবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর 'Make in India'র প্রচেষ্টাও হস্ততাঁতশিল্প প্রসারে কাজে লাগবে। তন্তুবায়-পরিবারের শিক্ষিত যুবক-যুবতীদের উদ্যোগকর্তা হিসেবে এগিয়ে আসতে হবে। নতুন যথোচিত প্রযুক্তি ব্যবহার করে বস্ত্র উৎপাদন করতে হবে এবং দেশে ও বিদেশে সেইসব বস্ত্রের

বাজার ধরতে হবে।

হস্ততাঁতশিল্পের প্রসারের জন্য চাই রাজ্য সরকারগুলির সহযোগিতা। সব রাজ্য সরকারকে বিভিন্ন সভায় ও লিখিত চিঠির মাধ্যমে এব্যাপারে উৎপাদন পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে বলা হয়েছে। কাঁচামাল, তাঁত ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রাদি, প্রযুক্তিগত ব্যাপারে এবং বিপণনের বিষয়ে সহায়তা পেতে কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলির সাহায্য নেওয়ার পাশাপাশি নিজেদের সহায়ক ব্যবস্থাদিকে যুক্ত করতে হবে রাজ্য সরকারগুলিকে। বেসরকারি উদ্যোগপতি এবং কেতাদুরস্ত নক্‌শা প্রস্তুতকারীদেরও বলা হয়েছে হাতে তৈরি কাপড় তৈরিতে সাহায্য দিতে।

হস্ততাঁতশিল্প এবং তন্তুবায় সম্প্রদায় আমাদের দেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। সরকারের তরফে নানা প্রকল্পের মাধ্যমে তন্তুবায়দের সাহায্য করা হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু এগুলোকে সঠিকভাবে কাজে লাগানোর দরকার আছে। তাঁদের পেশা গর্বেরও কারণ। সমাজে তাঁদের অবদান সর্বদা স্বীকৃত। তন্তুবায় সম্প্রদায়ের ভাই-বোনেরা তাই এগিয়ে এসে কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সহায়তা নিন যাতে তাঁরা আরও ভাল উন্নতমানের নজর-কাড়া কাপড় তৈরি ও বিক্রি করতে পারেন। অধিক উপার্জন করে তাঁরা স্বাচ্ছন্দে জীবন যাপন করতে পারবেন। এটা নিঃসন্দেহ যে তাঁদের অবদানে ভারতের হস্ততাঁতশিল্প বিশ্ববয়নশিল্পের দরবারে অনন্য স্থান বজায় রাখবে।।

- NOT make statement of an ambiguous nature presenting a false picture in any stage/part of the scheme of accreditation hardware/software as also omissions and half - truths.

- NOT do comparative advertising or "trade puffing"; and

- NOT involve in any other matter/action repugnant to the spirit of ethical practices. On including, behaviour to by/our students;unauthorised use of copyrighted software etc.

WITNESS Signature Prakash Kumar Patna

Name Prakash Kumar Patna

Address At - Nizapatna, PO - Dubagan via/PS - Mamajapur, Dist - Jajpur pin - 755011

Date : 06.04.2023

Signature

Name :

Addess :

Date :

SEAL

- NOT make statement of an ambiguous nature presenting a false picture in any stage/part of the scheme of accreditation hardware/software as also omissions and half - truths.
- NOT do comparative advertising or "trade puffing"; and
- NOT involve in any other matter/action repugnant to the spirit of ethical practices. On including, behaviour to by/our students;unauthorised use of copyrighted software etc.

WITNESS
Signature Pravosh Kumar Patna

Name Prakash Kumar Patna

Address At- Nuapatna, PO- Dubakon via/PS- Mangalpur, Dist- Jajpur pin-755011

Date : 06.04.2023

Signature

Name :

Addess :

Date :

SEAL